ক্রিয়ারই নির্গুণত্ব নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন—সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—অনাসক্তভাবে যে জন কর্ম্ম করে, সেই কর্ত্তা ; সাত্ত্বিক ; যে কর্ত্তা ফললাভে অভিনিবিষ্ট, সে জন রাজস ; যে জন অনুসন্ধান-শূন্য হইয়া কার্য করে, সে জন তামস ; যে জন একমাত্র আমাতেই শরণাগত, সেইজন নির্গুণ॥ ১৩৫ ॥

এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—ক্রিয়াতেই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসত্বের তাৎপর্য্য ; কিন্তু ক্রিয়াশ্রয়-দ্রব্যে তাৎপর্য্য নয়। কারণ, যে জন সাত্ত্বিক কার্য্য করেন, তাঁহার শরীর সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিকার। তাহা হইলে এইরূপে ভগবৎ-সম্বন্ধী ক্রিয়ামাত্রের নির্গুণত্ব উল্লেখ করিয়া ভগবৎ-সম্বন্ধীয় ক্রিয়া করিবার হেতুরূপা শ্রদ্ধারও নির্গুণত্ব বলিতেছেন—

"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা॥"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—যে উদ্ধব! অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে যে শ্রদ্ধা, সেটি সাত্ত্বিকী ; কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, সেটি কিন্তু রাজসী ; অপর ধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা, সেটি তামসী ; আমার সেবাবিষয়ে যে শ্রদ্ধা, সেটি কিন্তু নির্গুণা। ১১।২৫ ॥ ১৩৫—১৩৭ ॥

অত আহ—ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবিদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়মিতি ॥ ৩৮ ॥
শুদ্ধং নির্গুণং ত্রৈবিদ্যং বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং গুণাশ্রয়মিতি টীকা চ। বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেবোচ্যতে এবং ত্রয়ীধর্ম্মমিত্যাদেঃ ॥ ৬ ॥ ২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৩৮ ॥

অতএব, শ্রীশুকমুনিও ৬।২।২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন—"ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবিদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্"। হে রাজন্! ভগবৎ-প্রণীত ধর্ম্ম শুদ্ধ, অর্থাৎ মায়াগুণ সংস্পর্শরহিত বলিয়া নির্গুণ। শ্রীবিষ্ণুদূতগণ সেই নির্গুণ ভাগবত-ধর্ম্ম যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, অজামিল তাহাও শুনিলেন এবং যমদূতগণ কর্ত্তৃক কথিত বেদত্রয়প্রতিপাদ্য ত্রিগুণময় ধর্ম্মের কথাও শুনিলেন। তৎপর শ্রীবিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ শ্রীভগবানে ভক্তিমান্ হইয়াছিলেন। এস্থানে "বেদ" শব্দে কর্ম্মকাণ্ডই লক্ষিত হইতেছে। যেহেতু "এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামাঃ লভন্তে।" শ্রীভগবদগীতায় এইরূপ উল্লেখ আছে॥ ৬।২ ॥

অতএব ভক্তেঃ শ্রীভগবৎস্বরূপশক্তিবোধকং স্বয়ংপ্রকাশত্বমাহ—যজ্ঞায় ধর্ম্মপতয়ে